জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব

--আহমেদ

বাংলাদেশে আরও অনেকভাবে ইসলামের প্রসার বা প্রচার হচ্ছে তার মধ্যে তাবলীগি জামাতের মাধ্যমে সাধারন মানুষের ইসলামের ধর্মীয় আচারবিধি শেখা বা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হচ্ছে। তাবলীগি জামাতের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করছে কিন্তু সমাজে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের অবস্থানকে পরিস্কার করতে পারছে না। তাবলীগি ভাইদের মধ্যে যা দেখা যায় তা হলো অসীম ধৈর্য্য কিন্তু বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের কন্ঠ শোনা যায় না। এর কারন হতে পারে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নীরবে নীভৃতে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার করা ।

জামায়াতে ইসলামী - বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহওম রাজনৈতিক দল। যাদের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাদের মূল কথা হলো রাসূল মুহাম্মদ(সাঃ) এর আদর্শ অনুসারে ইসলামী শাসন কায়েম করা। জামায়াতে ইসলামী মনে করে ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনেই নয় বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের শাসন পদ্ধতি হবে ইসলামী শরিয়াহ্ অনুসারে। ভিন্ন ধর্মালম্বীদের অধিকার ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধাও হবে ইসলামী শরিয়াহ্ অনুসারে। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকার কিছু নেই।

শব্দগুলো ইসলামিস্টদের কানে ভালই শোনায় কিন্তু সমস্যা তখনি যখন প্রশ্ন ওঠে দেশপ্রেমের। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে রয়েছে বিতর্কিত কিছু লোক যাদের ৭১ এর যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয়। আর এখানেই ইসলামিস্টদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসে ভর করে। যারা ৭১ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে থাকতে পারে তাদের মনেদেশপ্রেমের অনুভুতি কি করে থাকতে পারে ? তাদের মধ্যে হয়তো দায়িত্ববোধ,শৃঙ্খলা ও ধর্মভীরুতা থাকতে পারে কিন্তু দেশপ্রেম! বড়ই সন্দেহজনক বৈকি! কিন্তু আমরাও যেমন বুঝি তারাও তেমনি বুঝে বাংলাদেশকে আবার কখনও পাকিস্তানে পরিনত করা সম্ভব নয় তেমনি ওপারের সুনীলেরা যতই চেঁচামেচি করুক দুই বাংলার একত্রিত হওয়াও এ প্রজন্মে তেমনি অসম্ভব। কিন্তু তাদের সততা নিয়ে মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকে বৈকি। ৭১ এ তাদের ভূমিকার জন্য তারা কিকরে গ্রহনযোগ্য হতে পারে। আমার কাছে মনে হয় অন্তত জামায়াতে ইসলামীর এ প্রজন্মের নেতারা মুসলমানদের ব্যাপক সমর্থন পেতে ব্যর্থ হবে। জামায়াতে ইসলামীর আরও কিছু পদক্ষেপ বেশ বিতর্কিত যেমন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরনের বিষয়টি। আর ৭১ সালের ব্যাপারে তারা বরাবরই নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে। যদিও আমি ইসলামের বিজয় দেখতে চাই তবুও এ প্রজন্মের জামায়াতের নেতাদের এহেন কাজকর্ম দেখে বা শুনে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব জেগে উঠে। আমার মনে হয় অবিলম্বে এই নেতৃত্ব দল করা উচিত যাতে করে আমাদের মন হতে তাদের স্বাধীনতা বিরোধী ছাপ মুছে যায়। জামায়াতের আমীর বা সেক্রেটারি ইসলামের বিজয় দেখতে চায় ভাল কথা কিন্তু আমরা তাদের প্রমানিত অপরাধ কোনভাবেই ক্ষমা করতে পারব না। তাদের ভালই জানার কথা ইসলামে জীবনের বদলে জীবন নেয়ারই বিধান আছে। তাদের প্রমানিত অপরাধ তাদের প্রতি মুহূর্তে ধাওয়া করে ফিরবে।

জুন ২৬, ২০০৩

আপনার মতামত সদালাপ ডট কম সম্পাদক বরাবর পাঠান editor@shodalap.com